Public Relations Office
University of Dhaka
Dhaka-1000, Bangladesh
Phone: 55167719
E-mail: publicrelations@du.ac.bd

জনসংযোগ অফিস
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা- ১০০০, বাংলাদেশ
ফোন : ৫৫১৬৭৭১৯

The Asian Age

NEWS IN BRIEF

Ethnic clans' cultural legacy must be protected: DU VC

AA Correspondent

Vice Chancellor of Dhaka University (DU) Dr. Niaz Ahmed Khan has said that it's vital to work together for rebuilding Bangladesh as an egalitarian and all-inclusive country with integrated efforts from everyone from different walks of life irrespectively. Dr. Niaz Ahmed Khan laid emphasis on vigorous roles to be played by university students and teachers to reach this goal.

Dr. Niaz Ahmed Khan made the above comments at the launching program of Zoom Magazine at Teachers-Students Center (TSC) on Dhaka University campus on Wednesday (9 July 2025). Dr. Niaz Ahmed Khan attended the daylong event as the chief guest.

Dhaka University Zoom Literary and Cultural Sangsad President Ananta Tanchangya moderated the program. Associate Professor Dr. Snigdha Rezwana, Department of Anthropology, Dhaka University, author and researcher Pavel Partho and NGO Kapeng Foundation Executive Director Pallab Chakma joined the view exchange meeting as guests of honour. Shantimoy Chakma presided over the event.

আজকের পত্রিকা

ড. নিয়াজ আহমেদ খান

‘একসঙ্গে চলার কথা বলা সহজ বাস্তবে কঠিন’

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা

‘রুখে দিয়ে সকল আগ্রাসন, ঋদ্ধ করি জুম জনপদ; বহুত্বের ঐকতানে বুনি স্বপ্ন, এই হোক আমাদের শপথ’—এই স্লোগানকে প্রতিপাদ্য করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আয়োজিত হলো ‘জুম ম্যাগাজিন প্রকাশনা ও সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য উৎসব’।

গতকাল বুধবার বিকেলে বিশ্ববিদ্যালয়ের টিএসসি মিলনায়তনে এই আয়োজন করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় জুম সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সংসদ। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ড. নিয়াজ আহমেদ খান বলেন, ‘জাতি-ধর্ম-বর্ণনির্বিশেষে একসঙ্গে চলার কথা মুখে বলা যতটা সহজ, বাস্তবে ততটাই কঠিন। কিন্তু আমরা কঠিনকেই ভালোবেসেছি। এ ধরনের আয়োজন আমাদের মনে করিয়ে দেয় বহুত্বের ভেতরে একটা শক্তি আছে।’

বিশেষ অতিথি ছিলেন জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ড. স্নিগ্ধা রেজওয়ানা। জুলাই অভ্যুত্থানের স্মৃতিচারণা করে রেজওয়ানা বলেন, ‘জুলাই আন্দোলন প্রথমত ছিল কোটাবিরোধী আন্দোলন। আর এ কোটার সবচেয়ে বড় অংশীদার ছিল পাহাড়ের জুম জনগোষ্ঠী। কিন্তু আমরা লক্ষ করেছি, অসংখ্য পাহাড়ি শিক্ষার্থী স্বতঃস্ফূর্তভাবে নৈতিকতার জায়গা থেকে জুলাই আন্দোলনে অংশ নিয়েছে।’

ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠীর ওপর সাংস্কৃতিক আগ্রাসনের বিষয়ে উদ্বেগ জানিয়ে কাপেং ফাউন্ডেশনের নির্বাহী পরিচালক পল্লব চাকমা বলেন, ‘আমাদের নিজস্ব ইতিহাস-সংস্কৃতি বিষয়ে আরও সচেতন হতে হবে। জুম জাতির ঐতিহ্য ধরে রাখতে সাংস্কৃতিক আগ্রাসন রুখতে ভূমিকা রাখতে হবে।’

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় জুম সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সংসদের সভাপতি অনন্ত তঞ্চঙ্গ্যা।

The Bangladesh Today

Pakistan Deputy High Commissioner to Bangladesh Mohammad Wasif met with Pro-Vice Chancellor of the Dhaka University Professor Dr Mamun Ahmed at his office today.
Photo : DU

নয়া দিগন্ত

ঢাবি প্রোভিসির (শিক্ষা) সাথে পাকিস্তানের ডেপুটি হাইকমিশনারের সাক্ষাৎ

বাংলাদেশে নিযুক্ত পাকিস্তানের ডেপুটি হাইকমিশনার মোহাম্মদ ওয়াসিফ গতকাল বুধবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের (ঢাবি) প্রোভিসি (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. মামুন আহমেদের সাথে তার কার্যালয়ে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেছেন। এ সময় হাইকমিশনের কাউন্সেলর কামরান দাঙ্গাল উপস্থিত ছিলেন।

সাক্ষাৎকালে তারা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও পাকিস্তানের বিভিন্ন উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে যৌথ শিক্ষা ও গবেষণা কার্যক্রম সম্প্রসারণের বিষয়ে আলোচনা করেন। পাশাপাশি শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও কর্মকর্তা বিনিময়ের সম্ভাব্যতা নিয়েও তারা মতবিনিময় করেন।

মোহাম্মদ ওয়াসিফ বাংলা ভাষায় পাকিস্তানি কূটনৈতিকদের দক্ষতা বাড়াতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা ভাষা বিষয়ে ডিপ্লোমা কোর্সে অংশ নেয়ায় আগ্রহ প্রকাশ করেন। এ সময় তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উর্দু বিভাগে পাকিস্তান হাইকমিশনের সহায়তায় একটি কম্পিউটার ল্যাব ■ ৪র্থ পৃঃ ৩-এর কলামে

ঢাবি প্রোভিসির (শিক্ষা)

৩য় পৃষ্ঠার পর

স্থাপন করা হয়েছে উল্লেখ করে বলেন, তারা এ ধরনের কার্যক্রম আরো সম্প্রসারিত করতে চান।

প্রোভিসি (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. মামুন আহমেদ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আগমন এবং শিক্ষা ও গবেষণায় আগ্রহ প্রকাশ করার জন্য ডেপুটি হাইকমিশনারকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানান। বিজ্ঞপ্তি।

আজকালের খবর

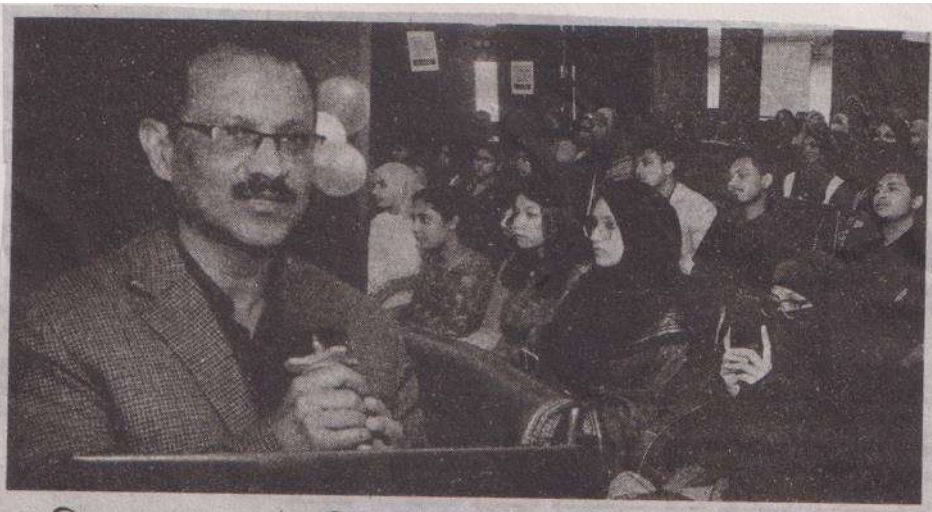

ঢাবি ম্যানেজমেন্ট বিভাগের শিক্ষার্থীদের পরিচিতি সভা

● নিজস্ব প্রতিবেদক

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ম্যানেজমেন্ট বিভাগের বিবিএ ৩১তম ব্যাচের পরিচিতি সভা গতকাল বুধবার বিজনেস স্টাডিজ অনুষদের অধ্যাপক আব্দুল্লাহ ফারুক মাল্টিপারপাস কনফারেন্স হলে অনুষ্ঠিত হয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. এম. জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। ম্যানেজমেন্ট বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ তৌফিকুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে অধ্যাপক মো. আলী আক্কাস এবং জনতা ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মো. মজিবুর রহমান বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন। নবীন শিক্ষার্থীদের পক্ষে মেচসিং মার্মা এবং মো. বেলাল হোসেন বক্তব্য দেন। কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. এম. জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী বলেন, মেধা ও পরিশ্রমের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির সুযোগ পেয়েছে। সাধারণ মানুষের করের টাকায় এই বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালিত হয়। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের গুরুত্বপূর্ণ স্টেকহোল্ডার হিসেবে সমাজ ও রাষ্ট্র পরিবর্তনে শিক্ষার্থীদের অনেক দায়িত্ব ও কর্তব্য রয়েছে। তিনি আরো বলেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের কাছে জাতির অনেক প্রত্যাশা রয়েছে। এই প্রত্যাশা পূরণে শিক্ষার্থীদের দক্ষ মানবসম্পদ হিসেবে গড়ে উঠতে হবে। পড়াশোনার পাশাপাশি শিক্ষার্থীদের ক্রীড়া ও সহশিক্ষামূলক কার্যক্রম এবং সামাজিক কার্যক্রমে অংশগ্রহণের ওপর তিনি গুরুত্বারোপ করেন।

কালবেলা

ইন্ডাস্ট্রি-একাডেমিয়া সম্পর্ক তৈরিতে উদ্যোগ ঢাবির

ঢাবি প্রতিনিধি ▸▸

বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠান কিংবা সংস্থার সঙ্গে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক সম্পর্ক বাড়াতে নতুন উদ্যোগ নিয়েছে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন। উদ্যোগ অনুযায়ী, বিশ্ববিদ্যালয়ের সব বিভাগ ও ইনস্টিটিউটের সঙ্গে বিভিন্ন আর্থিক প্রতিষ্ঠান অথবা কোম্পানির গবেষণামূলক কাজে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের সম্পৃক্ত করার লক্ষ্যে কাজ করা হবে। এ লক্ষ্যে ছয় সদস্যের একটি কমিটিও গঠন করেছে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন।

কমিটির আহ্বায়ক ও এ প্রকল্পের উদ্যোক্তা হিসেবে আছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপ-উপাচার্য (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. সায়মা হক বিদিশা। তিনি ছাড়াও বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঁচটি বিভাগ ও ইনস্টিটিউটের পাঁচজন শিক্ষক এতে যুক্ত রয়েছেন।

উপ-উপাচার্য (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. সায়মা হক বিদিশা জানান, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সে রকম শক্তিশালী একাডেমিক সম্পর্ক না থাকায় বিভিন্ন গবেষণায় বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা অংশ নিতে পারেন না। অনেক গবেষণা আটকে যায় কিংবা শুরু করা সম্ভব হয় না অর্থের কারণে। এ প্রকল্পের আওতায় শিক্ষার্থী ও নবীন শিক্ষকদের গবেষণায় দক্ষতা বৃদ্ধির পাশাপাশি তাদের বিভিন্ন দক্ষতা বৃদ্ধিবিষয়ক ট্রেনিং প্রোগ্রাম আয়োজন করার কথা ভাবছে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন। তিনি জানান, কোন প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে কোন বিভাগ কিংবা ইনস্টিটিউটের গবেষণার ক্ষেত্রে একজন শিক্ষক ও তার সঙ্গে দুই-তিনজন শিক্ষার্থী থাকবে। এতে করে শিক্ষার্থী ও শিক্ষক গবেষণার ক্ষেত্রে আর্থিক সহায়তার পাশাপাশি প্রতিষ্ঠানের নানা বিষয়ে দক্ষতা অর্জন করতে পারবেন। পরবর্তী সময়ে যেগুলো তাদের সিভিতে যোগ হবে এবং চাকরির বাজারে এগিয়ে থাকার সুযোগ তৈরি হবে।

ইন্ডাস্ট্রি-একাডেমিয়া সম্পর্কিত কমিটি এরই মধ্যে একটি সভা করেছে বলে জানান উপ-উপাচার্য। কমিটিতে অন্যান্যের মধ্যে রয়েছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. এম জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী, সমাজকল্যাণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউটের অধ্যাপক ড. মো. রেজাউল ইসলাম, জিন প্রকৌশল ও জীবপ্রযুক্তি বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ড. মোশতাক ইবনে আইয়ুব প্রমুখ। বিশ্ববিদ্যালয়ের এমন উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়েছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা। এটি বাস্তবায়ন হলে তা শিক্ষক ও শিক্ষার্থী উভয় দিকে ভালো কিছু বয়ে আনবে বলে মনে করছেন তারা।

বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজকল্যাণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউটের মাস্টার্স পড়ুয়া শিক্ষার্থী আবরার জাহিন রাইন বলেন, এটা নিঃসন্দেহে দারুণ একটি উদ্যোগ। এ উদ্যোগ বাস্তবায়ন হলে শিক্ষক ও শিক্ষার্থী উভয়েই তাদের দক্ষতা বাড়াতে পারবে। পাশাপাশি করপোরেট প্রতিষ্ঠানগুলো তাদের জন্য দক্ষ জনবল তৈরি করে নিতে পারবে। মূলত বিশ্ববিদ্যালয় ও করপোরেট প্রতিষ্ঠানের মধ্যে একটি ভালো সম্পর্ক তৈরি হওয়ার সম্ভাবনা তৈরি হবে।

প্রতিদিনের সংবাদ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্মবার্ষিকীতে শিক্ষার্থীদের প্রত্যাশা

প্রাচ্যের অক্সফোর্ড খ্যাত বাংলাদেশের সর্বশ্রেষ্ঠ বিদ্যাপীঠ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। এ বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে জড়িয়ে আছে বাঙালির ইতিহাস, ঐতিহ্য, আর সংগ্রামের গল্প। ১৯২১ সালের ১ জুলাই প্রতিষ্ঠার পর থেকেই প্রতিষ্ঠানটি হয়ে ওঠেছিল এ জনপদের সকল আশা-আকাঙ্ক্ষা, আন্দোলন সংগ্রামের মাধ্যম। এ বিশ্ববিদ্যালয় গ্রামের নিম্নবিত্ত পরিবারের সন্তান থেকে শহরের বিলাসবহুল পরিবারের সন্তানকে এক হতে স্বপ্ন দেখায় ধনী-গরিব ভেদাভেদ ভুলে কাঁধে কাঁধ রেখে সবাইকে একই পরিবেশে মানিয়ে নিতে শেখায়। কখনো স্বপ্ন, কখনো গর্ব, আবার কখনো কখনো একবুক অভিযোগ নিয়ে সম্মিলিত কণ্ঠে প্রত্যাশার আলো খোঁজে এ বিদ্যাপীঠের শিক্ষার্থীরা। স্বপ্ন, আবেগ, অভিযোগ আর প্রতিবাদের বুলি নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের ১০৪তম জন্মবার্ষিকীতে প্রত্যাশা ব্যক্ত করেছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকজন শিক্ষার্থী। গ্রন্থনা করেছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফরাসি ভাষা ও সংস্কৃতি বিভাগের শিক্ষার্থী **মাইফুল জামান ঝুমু**

ছড়িয়ে দাও হৃদয়ের কণ্ঠস্বর

আমার শিল্প, স্বপ্ন ও স্বত্তার কেন্দ্র ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়– এই নামটি কেবল একটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান নয়, এটি আমার মতো হাজারো স্বপ্নবাজ মানুষের অন্তরের আলয়ে জ্বলতে থাকা প্রদীপ। একজন লেখক, শিল্পী ও সংস্কৃতির চর্চাকারী হিসেবে আমার কাছে এই বিশ্ববিদ্যালয় এক জীবন্ত নাট্যমঞ্চ, যেখানে ইতিহাস, শিল্প, প্রতিবাদ ও প্রেম একই ছায়ার নিচে দাঁড়িয়ে থাকে। এই বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা সাহিত্যের বিশাল বৃক্ষ– যার ডালে রবীন্দ্রচিন্তা, বুদ্ধদেব বসুর চেতনা, আহমদ ছফার তীব্র আত্মসমালোচনা ও জীবনানন্দের নীরবতা একসাথে বাস করে।

একজন লেখক হিসেবে এই জায়গা আমাকে ভাবতে শেখায়– নিজেকে ছাপিয়ে বৃহত্তর মানুষ হওয়ার দীক্ষা দেয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সেই জায়গা যার হৃদপিণ্ড আসলে এর ছাত্রছাত্রীরা, যারা বইয়ের বাইরেও ইতিহাসের নির্মাতা। তারা গান গেয়ে বদলে দিয়েছে বিকেল, কখনো তারা প্ল্যাকার্ড হাতে দাঁড়িয়ে লিখে দিয়েছে সময়ের সংজ্ঞা। আমি আমার প্রিয় বিশ্ববিদ্যালয়কে শ্রদ্ধা জানাই একান্ত ব্যক্তিগত ভালোবাসা দিয়ে। তুমি শুধু আমার স্বপ্ন নয়, তুমি আমার প্রতিজ্ঞা। আমার প্রার্থনা একটাই– ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় যেন তার হৃদয়ের কণ্ঠস্বর কখনো হারিয়ে না ফেলে। যেন এখানে শিল্প, সাহিত্য, প্রশ্ন ও প্রেম সবসময় হাত ধরে হাঁটে।

ইরাতফা বিনতে রেদোয়ান
শিক্ষার্থী
উর্দু বিভাগ।

ম্লানতা মুছে মুগ্ধতা ছড়িয়ে যাও

হে প্রিয়, ১০৪তম জন্মবার্ষিকীর শুভেচ্ছা তোমাকে। তুমি যে কত তরুণ তরুণীর চোখের স্বপ্ন। স্বপ্নকে ধরা-আধরার কথা হিসাবে তুমি এক স্মৃতির বাতি হয়ে জ্বলে থাকো হৃদয়ে। তুমি ১০৪ টি বছর ধরে রূপে-গুণে মুগ্ধতা ছড়িয়ে চলেছো। তোমার ছড়ানো মুগ্ধতায় প্রতিটি শিক্ষার্থী যেন খুঁজে পায় অপার তৃপ্তির ছোঁয়া।

তবে তোমার এ ছড়ানো মুগ্ধতা কিছু কিছু সময় ম্লান হয়ে যায় বিভিন্ন অনিয়মের বেড়াজালে। যেমন: ক্যাম্পাসে বহিরাগতদের অবাধ বিচরণ, মল চত্বর-টিএসসিতে বিভিন্ন অসামাজিক কার্যকলাপ, ক্যাম্পাসের অভ্যন্তরে অপ্রত্যাশিত যানজট ইত্যাদি। আবার সামান্য বৃষ্টির কবলে পড়লেই সমাজকল্যাণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউট এবং মেয়েদের দুটি হল (বঙ্গমাতা হল ও মৈত্রী হল) এর চলাচল পথ আর চলাচল করার মতো থাকে না। তোমার আঙ্গিনায় নিরাপত্তার বিষয়টিও প্রশ্নবিদ্ধ, যা আমাদেরকে ভাবিয়ে তুলে। আরো কিছু সমস্যা তোমার সম্মান, মাহাত্ম্যের বুকে কালিমা লেপন করে।

হে মোদের যৌবনের প্রেম, তুমি শুধরিয়ে উঠো এবং তার দ্রুত গতিই কামনা করি। তোমার সৌন্দর্য রূপে-গুণে ফুটে উঠুক, আরো বেশি মুগ্ধতা ছড়াক: এই কামনায় তোমাকে আবার জানাই শুভ জন্মদিন।

জারিয়াতুল হাফসা
শিক্ষার্থী
সমাজকল্যাণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউট।

চাই গবেষণামুখর বিশ্ববিদ্যালয়

বিশ্ববিদ্যালয় হলো জ্ঞানের আতুরঘর। ধর্ম থেকে শুরু করে দর্শন, গবেষণা, সাহিত্য, রাজনীতি ও মূল্যবো - এমন কোনো জ্ঞানের শাখা নেই যা বিশ্ববিদ্যালয়ে চর্চা হয়ে থাকে না। বিশ্ববিদ্যালয় একজন শিক্ষার্থীর সুপ্ত প্রতিভাকে জাগিয়ে তোলার অনন্য হাতিয়ার হিসেবে কাজ করে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বাংলাদেশের এমন একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান যা প্রত্যন্ত এলাকার নিম্নবিত্ত পরিবারের সন্তান থেকে শুরু করে গুলশানের উচ্চবিত্ত পরিবারের সন্তানকে একত্রে জ্ঞান চর্চার সুযোগ করে দেয়। নানান ধর্মের, নানা মতাদর্শের, নানা জেলার শিক্ষার্থীদের সংমিশ্রণে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হয়ে উঠে এক উৎসব কেন্দ্র।

কিন্তু হলের সংকট, খাবারের নিম্নমান, নিরাপত্তার অভাব একদিকে যেমন জ্ঞান চর্চায় প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে ঠিক তেমনি পর্যাপ্ত গবেষণার অভাব, পুরোনো পাঠদান পদ্ধতির কারণে বিশ্ব রেঙ্কিংয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অনেক পিছিয়ে। অন্যদিকে শিক্ষার্থীদের পড়াশোনার প্রতি অনীহা, চ্যাটজিপিটি নির্ভর জ্ঞান, ফেইসবুক আসক্তি ও অপরিমিত ঘুম ইত্যাদি জ্ঞান অর্জনের স্পৃহাকে সংকুচিত করছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন শিক্ষার্থী হিসেবে আমি এমন একটি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রত্যাশা করছি, যেখানে নতুন পাঠদান পদ্ধতির মাধ্যমে একটি শিক্ষার্থীবান্দব পরিবেশ গড়ে উঠবে। একই সাথে পর্যাপ্ত গবেষণা ও শিক্ষক-শিক্ষার্থীর যৌথ প্রচেষ্টায় একটি আর্দশ বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত হবে। হল সংকট, নিরাপত্তাহীনতা, নোংরা রাজনীতি ইত্যাদি সমস্যা সমাধানের মাধ্যমে প্রত্যেক শিক্ষার্থী জ্ঞান অর্জন করে একজন ভালো মানুষ হয়ে দেশ ও বিশ্ববিদ্যালয়েরর জন্য সুনাম বয়ে আনুক এই কামনা।

সানজিদা ইয়াসমিন সেথা
শিক্ষার্থী
ফরাসি ভাষা ও সংস্কৃতি বিভাগ।

আবারো হয়ে ওঠ প্রাচ্যের অক্সফোর্ড

প্রাচ্যের অক্সফোর্ড খ্যাত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় তার ১০৫ তম জন্মবার্ষিকীতে উন্নীত হলো। 'বৈষম্যহীন ও অন্তর্ভুক্তিমূলক সমাজ বিনির্মাণে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়'– এই প্রতিপাদ্যনে ধারণ করে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় দিবস পালন করে। ১৯৫২ এর ভাষা আন্দোলন থেকে শুরু করে ১৯৭১ এর মুক্তিযুদ্ধ বা সম্প্রতি সংঘটিত জুলাই গণঅভ্যুত্থান, দেশের প্রতিটি রাজনৈতিক সংকটে এ প্রতিষ্ঠান হয়ে ওঠে প্রতিবাদ-প্রতিরোধ, ঘাত-প্রতিঘাতের কেন্দ্রবিন্দু। এখান থেকে জ্ঞান অর্জন করে শিক্ষার্থীরা দেশের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান কর্মরত রয়েছে। সেইসাথে একটা বড় অংশ বিশ্বের অন্যান্য দেশে গুরুত্বপূর্ণ সব পদে কর্মরত রয়েছে। জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রাণকেন্দ্র হিসেবে পরিচিত দেশের অন্যতম সেরা এই বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিবাচক দিক ছাড়াও রয়েছে সমালোচনা করার মতো নানা দিক। শিক্ষার্থীদের পড়াশোনার উপযোগী নিবিড় পরিবেশ নেই, ছুটির দিনে বিশ্ববিদ্যালয়টি পরিণত হয় এক প্রকার পাবলিক পার্কে। হলগুলোতে খাবারের নামে শিক্ষার্থীরা যেসব গলাঃধকরণ করে, তা আসলে কেবল তাদের পেটের ক্ষুধাই নিবারণ করে, যাতে থাকে না কোনো পুষ্টিগুণ। আবাসন সংকটের ফলে হলগুলোতে গণরুম গড়ে ওঠে, যেখানে অত্যন্ত অমানবিক এবং অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে শিক্ষার্থীরা তাদের শিক্ষাজীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সময়টা কাটায়। কয়েকটি হল এমন ভঙ্গুর অবস্থায় রয়েছে– যা শিক্ষার্থীদের বসবাসের অনুপযোগী এবং যেকোনো সময় ঘটতে পারে দুর্ঘটনা। মেয়েদের জন্য নির্মিত দূরবর্তী তিনটি হলের নেই পর্যাপ্ত পরিবহন ব্যবস্থা। এমন প্রতিকূল পরিবেশে এসে স্বাভাবিক ভাবেই শিক্ষার্থীরা হতাশাগ্রস্ত হয়, বিভিন্ন অসুস্থতার সম্মুখীন হয়। এক বুক আশা আর স্বপ্ন নিয়ে আসা তরুণ শিক্ষার্থীদের অনেকে শেষ পর্যন্ত টিকে থাকতে পারে না, হারিয়ে ফেলে তাদের লক্ষ্য, উদ্দেশ্য। ১০৫ তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীতে এসে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় তার সমস্ত সংকট কাটিয়ে ওঠে সত্যিকারার্থেই প্রাচ্যের অক্সফোর্ড পরিণত হয়ে ওঠুক, এই কামনা করি।

শামীমা শাহী
শিক্ষার্থী
ইতিহাস বিভাগ।